সংবাদ

7 JUL 2013

তারিখ ... 7 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ... 8

মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা —

নামধারী বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেপরোয়া শিক্ষা বাণিজ্য

● শিক্ষা ব্যবসায়ীদের স্বার্থে প্রণয়ন হচ্ছে বিধিমালা

রাকিব উদ্দিন

সরকারের নিষেধাজ্ঞা গণবিজ্ঞপ্তি উপেক্ষা করে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় স্কলারশিপ, সনদ বাণিজ্য, আদম পাচারসহ বেপরোয়া শিক্ষা বাণিজ্যে মেতে উঠেছে কিছু নামধারী বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়। বাহারি নাম ব্যবহার করে কোচিং সেন্টার আকারে অবৈধভাবে পরিচালিত এসব বিশ্ববিদ্যালয় দেশের উচ্চশিক্ষায় নৈরাজ্যের সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ করেছেন দেশের শিক্ষা উদ্যোক্তারা। অথচ এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা না নিয়ে শিক্ষা ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এগুলোতে বৈধতা দেয়ার পাঁয়তারা চলছে। শিক্ষা ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সুরক্ষায় প্রণয়ন করা হচ্ছে 'বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা।' এ বিষয়ে জানতে চাইলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাসেম হায়দার সংবাদকে বলেন, 'সরকার দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির উদাসীনতায় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সারাদেশে ইচ্ছেমতো শাখা খুলে সনদ বাণিজ্য করছে। এর ভাগবাটোয়ারা ইউজিসি ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা পাচ্ছে। এখন তারা আবার বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবাধ বাণিজ্যের পথ প্রসারিত করতে তাদের স্বার্থে বিধিমালাও প্রণয়ন করছে, যা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।' তিনি বলেন, 'দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিলে বেসরকারি উদ্যোক্তারা বসে থাকবে না, প্রয়োজনে রাজপথে আন্দোলনে নামা হবে।'

বিদেশি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক

বিদেশি : বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানা গেছে, ২০০৭ সালে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী ৫৬টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে
দেয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি। এরপরও এসব প্রতিষ্ঠান নানা
কৌশলে উচ্চতর ডিগ্রির সনদ বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে এসব
প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা আরও বেড়েছে।
ইউজিসির তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি,
আমেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, নিউ ক্যাসেল, ক্যামব্রিয়ান কলেজ, ভিক্টোরিয়া
ইউনিভার্সিটি, রয়েল রোডস, দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি বাহারি নামে
বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ শাখা খুলে দেশের বিভিন্ন জেলায় সার্টিফিকেট
বাণিজ্য করছে কমপক্ষে ৭০টি প্রতিষ্ঠান। ২০১১ সালের শেষের দিকে এ জাতীয়
কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিদেশে স্কলারশিপ দেয়ার নামে প্রতারণা, সনদ বাণিজ্য এবং
আদম পাচারে লিপ্ত হলে ইউজিসি সরেজমিন তদন্ত করে। তদন্তে ৬৩টি
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভুয়া প্রমাণিত হলে জনগণকে সচেতন করতে গণবিজ্ঞপ্তি জারি
করে।
কিন্তু প্রতারণাকারী এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। উল্টো
এসব প্রতিষ্ঠানকে বৈধতা দেয়ার পাঁয়তারা চলছে। এসব প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের নামে
'বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি বিধিমালা' প্রণয়ন করতে জোর তৎপরতা
চালাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির একটি চক্র। দেশীয় শিক্ষা উদ্যোক্তারা মনে
করছেন, মূলত বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাণিজ্যের বৈধতা দিতেই তাদের জন্য
আলাদা বিধিমালা প্রণয়নের পাঁয়তারা চলছে।
লন্ডনে উচ্চশিক্ষার জন্য স্কলারশিপ দেয়ার লোভনীয় অফার নিয়ে সম্প্রতি জাতীয়
প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে লন্ডন মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি
ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির সিইও কে এম মাজহারুল ইসলাম সাংবাদিকদের
বলেন, নানা প্রতারণার কারণে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ইউজিসি
গণবিজ্ঞপ্তি জারি করলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশে কোন শাখা নেই।
অনলাইনে স্কলারশিপের আবেদন করতে হবে। যদি প্রতারিত হয় বাংলাদেশে কার
কাছে শিক্ষার্থীরা যোগাযোগ করবে এমন প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর না দিয়ে অন্য
প্রসঙ্গে চলে যান।
ইউজিসি জানায়, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে-বেনামে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে
উচ্চতর ডিগ্রির সবচেয়ে বেশি ব্যবসা চলছে রাজধানীতে। বিদেশি উচ্চশিক্ষা
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিমালা দ্রুত
তৈরি করতে ইউজিসিকে কৌশলে চাপ দিচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকরা। তাদের
কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা ভোগ করে কোর্স পরিচালনার জন্য কোচিং সেন্টারের
আদলে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস কিংবা টিউটোরিয়াল/স্টাডি সেন্টার
স্থাপনের জন্য একটি আলাদা আইনের খসড়া তৈরি করেছেন সংশ্লিষ্টরা।
কয়েকজন শিক্ষা ব্যবসায়ীর যোগসাজশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা
ইতিবাচক সাড়া দিয়ে সেটিকে বৈধ করে নিতে নিয়মিত দৌড়ঝাঁপ করছেন।
২০১০ সালের ১৮ জুলাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। এই আইনের
অধীনে 'বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা বিধিমালা' প্রণয়নের কোন সুযোগও
নেই।